একবিংশ শতাব্দী বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তির যুগ হিসাবে চিহ্নিত। বিভিন্ন প্রকার যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাবনীয় উন্নতি ভৌগলিক বাধা দূর করে মানুষকে অনেক কাছাকাছি এনেছে। এককথায় সমগ্র পৃথিবীটাই যেন তার ঘরের মধ্যে এসে হাজির হয়েছে। বিভিন্ন বৈদ্যুতিক মাধ্যমে আন্তর্জাতিক ঘটনাবলির ক্রমাগত সম্প্রচার মানুষকে আন্তর্জাতিক ঘটনা সম্পর্কে যেমন সমৃদ্ধতর করেছে তেমনি তার মধ্যে একটা আন্তর্জাতিকতা বোধ বা আন্তর্জাতিক অনুভূতি বা আন্তর্জাতিকতাবাদ গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে। অর্থাৎ মানুষ তার নিজের দেশের গন্ডির বাইরে পৃথিবীর অন্যান্য দেশ সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারছে এবং সেই সব দেশের সুখ দুঃখের সঙ্গে সমানভাবে নিজেদের একাত্মবোধ করতে পারছে।

আন্তর্জাতিকতাবোধের সংজ্ঞা : আন্তর্জাতিকতাবাদ সম্পর্কে Oliver Gold Smith বলেছেন, "Internationalism is a feeling that the individual is not only a member of his state but a citizen of the world" অর্থাৎ "আন্তর্জাতিকতা বাদ হল এমন এক অনুভূতি যার দ্বারা মানুষ শেখে সে শুধু মাত্র রাষ্ট্রের সভ্য নয়, সে একজন বিশ্বের নাগরিকও।"

আবার UNESCO -এর এক প্রাক্তন সহকারী অধ্যক্ষ Dr. H. C. Lewis (ডঃ এইচ. সি. লুইস) বলেছেন, "International understanding is the ability to observe critically and objectively and appraise the conduct of men everywhere to each other, irrespective of the nationality of culture to which they may belong" অর্থাৎ "আন্তর্জাতিকতা বোধ হল নিরপেক্ষ ভাবে অন্য ব্যক্তির আচরণ পর্যালোচনার ক্ষমতা। এই বোধ জাগ্রত করতে হলে প্রত্যেক মানুষকে তার নিজস্ব কৃষ্টি ও সংস্কারের প্রভাব মুক্ত হয়ে সমস্ত সংকীর্ণতার উর্ধ্বে উঠে, অন্য রাষ্ট্রের নাগরিকদের নৈর্ব্যক্তিক ভাবে পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করতে হবে।"

জাতীয়তাবোধ ও আন্তর্জাতিকতা বোধ :

জাতীয়তাবোধ ও আন্তর্জাতিকতাবোধ পরস্পর বিরোধী না পরস্পর পরস্পরের

Scanned by CamScanner

পরিপূরক সেই প্রসঙ্গে বেশ কিছু মতবাদ দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথের মতে জাতীয়তাবাদ যেমন শিক্ষা সংস্কৃতির ফসল তেমনি আন্তর্জাতিকতাবাদের জন্ম হয়েছে মানুষের ধ্যান-ধারণা, ভাবনা-চিন্তা ও মনোজগতের উপর ভিত্তি করে। মানুষের সত্ত্বার একটা দিক যেমন তার ব্যক্তি জীবন এবং আর একটি দিক তার সমাজ জীবন, ঠিক তেমনই মানুষের সত্ত্বার একদিককে বলা যায় তার জাতীয় সত্ত্বা, অন্যদিককে বলা যায় তার মানবিক সত্ত্বা অর্থাৎ ব্যক্তি জীবনে মানুষের এক পরিচয় কিন্তু সমাজ জীবনে সেই মানুষেরই অন্য পরিচয়। বাস্তবে এই দুই পরিচয়ের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। অনুরূপে জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতাবাদের মধ্যে কোন বিরোধ থাকা উচিত নয়।

তবে সংকীর্ণ জাতীয়তাবোধের বিকাশ জাতিতে জাতিতে রক্তক্ষয়ী সংঘাত সৃষ্টি করছে, যা মোটেই কাম্য নয়। এই ধরণের উগ্র জাতীয়তাবোধ যদি নিয়ন্ত্রিত না হয় তাহলে আন্তর্জাতিকতাবোধ তো আসবেই না। আগামী দিনের বিশ্বের ধ্বংস অনিবার্য হয়ে উঠবে। স্বদেশকে ভালবাসা কখনই অপরাধ হতে পারে না, কিন্তু নিজের দেশকে বেশী ভালোবাসতে গিয়ে অনান্য দেশকে ঘৃণা করা মোটেই বাঞ্ছিত নয়। এ প্রসঙ্গে দার্শনিক শিক্ষাবিদ Bertrand Russell বলেছেন, "Patriotism in its common form is the worst vice from which the modern world suffers".

"ভালো হোক, মন্দ হোক আমার দেশ সকল দেশের সেরা"—এই মনোভাবই আন্তর্জাতিকতা বোধ সৃষ্টির পথে বাধা সৃষ্টি করে থাকে। এই জন্য শিক্ষাবিদ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ বলেছেন, If human race is to survive we have to subordinate national pride to international feeling". অর্থাৎ যদি মানব জাতি হিসাবে আমাদের টিকে থাকতে হয় তাহলে আন্তর্জাতিকতাবোধের তুলনায় জাতীয়তাবোধকে একটু ছোট করে দেখতে হবে।

ভারতীয় কৃষ্টি সংস্কৃতিতে বিশ্ব মানবতা ও আন্তর্জাতিকতাবাদ কে যথেষ্ট প্রাধান্য দেওয়া হয়েছিল। প্রাচীন যুগে বৈদিক ঋষিদের কণ্ঠে এই জন্যই ঘোষিত হয়েছিল, "সর্বেষাং মঙ্গলম্ ভূয়াৎ" অর্থাৎ সবার মঙ্গল হোক। মহারাজ অশোক তাই মনে করতেন, " সকল মানুষই তার সন্তান", ভারতীয় সাহিত্য, শিল্পকলা, ধর্ম—সবক্ষেত্রেই সার্বজনীন বিশ্বভাতৃত্ব বোধ প্রকাশ হতে দেখা যায়। তাই প্রত্যেক ভারতীয় মনে করেন, "বসুধৈব কুটুম্বকম্" অর্থাৎ সমগ্র বসুধা বা পৃথিবীর মানুষ তার আত্মীয় ও কুটুম্ব। সুতরাং জাতীয়তা বোধ ও আন্তর্জাতিকতাবোধের মধ্যে কোন বিরোধ থাকা উচিত নয়। এককথায় জাতীয়তাবোধ ও আন্তর্জাতিকতা বোধের মধ্যে যথার্থ সমন্বয় থাকা প্রয়োজন। আন্তর্জাতিকতাবোধকে সুদৃঢ় করতে হলে পৃথিবীর বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে যুক্তিশীল মনোভাব গঠন করতে হবে।

Scanned by CamScanner

বিভিন্ন প্রকার আন্তর্জাতিক সংস্থা ঃ

পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের মানুষের মধ্যে যাতে আন্তর্জাতিকতাবোধ তথা আন্তর্জাতিক অনুভূতি গড়ে ওঠে এবং আন্তর্জাতিক সমস্যাগুলির যাতে সুষ্ঠ সমাধান করা যায় তার জন্য বেশ কিছু আন্তর্জাতিক সংস্থার সৃষ্টি হয়েছে, যেমন ঃ- সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ বা United Nation Organisation (UNO), UNO-এর বিভিন্ন শাখা; যথা ঃ- UNICEF বা United Nations' International Cultural and Educational Fund; UNESCO বা United Nations' Educational Scientific and Cultural Orgainsation ইত্যাদি। আবার বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বা WHO (World Health Organisation); WWF (World Wild Life Fund); ILO বা International Labour Organisation, International Red Cross Society ইত্যাদি সংস্থা পৃথিবীর বিভিন্ন বিভিন্ন দেশে সমস্যা সমাধানের কাজে নিযুক্ত আছে।

শিক্ষা ও আন্তর্জাতিকতাবাদ ঃ

আন্তর্জাতিকতাবোধের জন্য শিক্ষা ঃ আন্তর্জাতিকতাবোধের বিকাশে শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। মানুষ মনে প্রাণে যদি এই আদর্শকে বিশ্বাস করে তাহলে তা তার কাজের মাধ্যমে আবশ্যিক ভাবে প্রকাশ ঘটে। সকল মানুষের মধ্যে এই বোধ যদি জাগ্রত করতে না পারা যায়, তাহলে তারা যে একই বিশ্বের নাগরিক অর্থাৎ আন্তর্জাতিকতাবোধের বিকাশ ঘটবে না।

শিক্ষা ও আন্তর্জাতিকতা ঃ শিক্ষা যেহেতু একটি সামাজিক প্রক্রিয়া তাই এই সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব স্বাভাবিক ভাবে শিক্ষার উপর এসে পড়ে। মানুষের মধ্যে আন্তর্জাতিকতাবোধ সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা গড়ে তুলতে শিক্ষার ভূমিকা প্রাসঙ্গিক। বর্তমানে তাই UNESCO প্রকাশিত আন্তর্জাতিকতাবোধ সম্পর্কিত এক পুস্তিকায় বলা হয়েছে— "Education like any other institution of society, has a social purpose to fulfil and must therefore, serve always the changing and increasingly complex needs of the modern world"। আমাদের দেশে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা চিন্তার মধ্যেও বিশ্বভাতৃত্ববোধ তথা আন্তর্জাতিকতাবোধের প্রাধান্য দেখা যায়। তিনি মানুষের মধ্যে বিশ্ব ভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত করাকে শিক্ষার মহান দায়িত্ব হিসাবে বিবেচনা করেছেন এবং সেই উদ্দেশ্যে সঠিক ভাবে রূপায়ণের জন্য বিশ্বভারতী স্থাপন করেছিলেন। এমন কি তিনি বলেছিলেন যে, বিশ্বভারতীকে তিনি বিশ্বমানবের কাছে পৌঁছে দিতে চান।

Scanned by CamScanner

আন্তর্জাতিকতার জন্য শিক্ষার মূলনীতি :

আন্তর্জাতিকতাবোধের বিকাশে শিক্ষার যে সব মূলনীতি থাকবে সেই গুলি হল :

(i) নিরপেক্ষ চিন্তনের বিকাশ ঃ যথার্থ শিক্ষার দ্বারা মানুষ নিরপেক্ষ, সংকীর্ণতা মুক্ত চিন্তা করতে পারবে, যার দ্বারা তার চিন্তন শক্তির যথার্থ বিকাশ সূচিত হবে।

(ii) সংকীর্ণ জাতীয়তাবোধ দূরীকরণ ঃ শিক্ষার দ্বারাই মানুষের মধ্যে যে সব সংকীর্ণ ও উগ্র জাতীয়তাবোধ সঞ্চিত আছে সেগুলি ক্রমশঃ দূরে সরে যাবে এবং উদার মানবতাধর্মী আন্তর্জাতিক সম্প্রীতিবোধ জাগ্রত হবে।

(iii) প্রয়োগমূলক জ্ঞানের বিকাশ ঃ শিক্ষার দ্বারা শিক্ষার্থী শুধু মাত্র কিছু তাত্ত্বিক জ্ঞান লাভ করবে না, প্রয়োগমূলক জ্ঞান সম্পর্কেও সচেতন হবে অর্থাৎ শিক্ষার্থী শুধুমাত্র ধর্মীয় নৈতিক তত্ত্ব সম্পর্কে পাঠগ্রহণ করবে না। পরিবর্তে এই সব তত্ত্ব অনুসরণ করে যথার্থ ভাবে জীবন যাপন করতে পারবে যা থেকে পরবর্তী কালে তার মধ্যে আন্তর্জাতিকতাবোধের বিকাশ হবে।

(iv) পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ঃ শিক্ষা ও আন্তর্জাতিকতাবাদ একে অপরের উপর নির্ভরশীল—এই ধারণা শিক্ষার্থীদের মধ্যে সঠিকভাবে জাগ্রত করতে হবে। ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদি বিষয় পাঠের সময় পার্শ্ববর্তী দেশগুলি সম্পর্কে বেশ কিছু ধারণা যদি শিক্ষার্থীদের মধ্যে সঠিক ভাবে পরিবেশন করা হয়, তাহলে শিক্ষার্থীরা প্রতিবেশী দেশগুলি সম্পর্কে যেমন জানবে, তেমনি আন্তর্জাতিকতাবাদ সম্পর্কে কিছু ধারণা লাভ করতে পারবে। আবার উচ্চ শিক্ষার স্তরে প্রতিবেশী রাষ্ট্রছাড়াও পৃথিবীর অন্যান্য রাষ্ট্র সম্পর্কে ধারণা লাভের মাধ্যমে শিক্ষার্থী আন্তর্জাতিকতাবাদের শিক্ষা যথার্থভাবে লাভ করবে।

(v) যৌথ দায়িত্ব বোধ ঃ পৃথিবীর সকল মানুষ যেদিন উপলব্ধি করতে পারবে যে এই পৃথিবীর যা কিছু ভালো তার অন্যতম অধিকারী সে এবং বিপরীত ক্রমে যা কিছু খারাপ তার জন্য সেও দায়ী— সেদিন থেকে তার মধ্যে যৌথ দায়িত্ব বোধ জাগ্রত হবে। অর্থাৎ পৃথিবীর সকল মানুষের সঙ্গে আত্মিকবোধ আন্তর্জাতিকতাবোধ স্থাপনের একমাত্র পথ হিসাবে চিহ্নিত হবে।

(vi) আদর্শ মূল্যবোধ জাগরণ ঃ যথার্থ শিক্ষা শিক্ষার্থীদের মধ্যে আদর্শ মূল্যবোধ জাগরণে সাহায্য করে। আর এই মূল্যবোধ যদি জাগ্রত হয় তাহলে খুব সহজেই আন্তর্জাতিক সম্পর্ক স্থাপিত হবে। যে কোন জীবনের উচ্চাদর্শ তথা মূল্যবোধ সকল সমাজেই প্রায় সমান। সুতরাং শিক্ষাক্ষেত্রে আন্তর্জাতিকতাবোধের বিকাশে এই সব আদর্শ মূল্যবোধগুলির বিকাশে যথেষ্ট গুরুত্ব দিতে হবে।

(vii) স্বাধীনতার আগ্রহ ঃ এই পৃথিবীতে প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক মানুষ স্বাধীনভাবে

Scanned by CamScanner

বসবাস করতে চায়। এক রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের উপর ক্ষমতা বিস্তার করবে। এক জাতি অন্য জাতিকে পরাধীন করে রাখবে, এই ধরনের মতবাদ কখনই গ্রহণযোগ্য নয়। অর্থাৎ আন্তর্জাতিকতাবোধের বিকাশে স্বাধীনতার আগ্রহ তথা স্বাধীনভাবে বসবাস করার অধিকারকে অবশ্যই স্বীকৃতি দিতে হবে।

(viii) পারস্পরিক ভয় দূরীকরণ ঃ শিক্ষার কাজ হবে এমন এক ব্যবস্থা গড়ে তোলা যাতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে জমে থাকা ভয় দূর করা যায়। কারণ ভয় দূর হলে শিক্ষার্থীরা সহজ ও স্বাভাবিক ভাবে মিশতে পারবে এবং তাদের মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপিত হবে। আন্তর্জাতিকতাবাদের বিকাশ সাধনে এই জন্যই পাশাপাশি বা দূরে অবস্থানকারী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে পারস্পরিক ভয় দূর করা একান্ত প্রয়োজন।

এই মূল নীতিগুলির উপর ভিত্তি করে শিক্ষা ব্যবস্থাকে পরিচালনা করলে শিক্ষার দ্বারা আন্তর্জাতিক সম্পর্ক স্থাপনের পথ সুগম হবে। এই সম্পর্কে UNESCO-একই অভিমত ব্যক্ত করেছেন। আন্তর্জাতিক সংস্থা থেকেও আটটি মূল নীতির উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। যথা—(i) রাষ্ট্রপুঞ্জের উদ্দেশ্যে সাধনের উপর গুরুত্ব, (ii) রাষ্ট্রের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতনতা, (iii) রাষ্ট্রের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা, (iv) মানুষের কৃষ্টিগত পার্থক্যের কারন, (v) মানব সভ্যতার অগ্রগতির মূলে আছে বিভিন্ন রাষ্ট্রের দান, (vi) রাষ্ট্র সংঘ বিভিন্ন রাষ্ট্রের নাগরিকদের মনের ইচ্ছার দ্বারা পুষ্ট, (vii) বিশ্বশান্তি স্থাপনের দায়িত্ববোধ, (viii) সুস্থ সমাজজীবনের বিকাশ। এই সকল উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে শিক্ষা ব্যবস্থা পুনর্গঠন করতে পারলে বিশ্বভাতৃত্ব বোধের জাগরণ সহজতর হবে।

আন্তর্জাতিকতাবাদের বিকাশে বিদ্যালয়ের ভূমিকা ঃ শিক্ষার্থীদের মধ্যে যাতে যথার্থ ভাবে আন্তর্জাতিকতবাদের বিকাশ হয় তার জন্য বিদ্যালয়ের ভূমিকা তাৎপর্যপূর্ণ। গৃহছাড়া শিক্ষার্থীদের যেখানে বেশী সময় অতিবাহিত করতে হয় তা হল বিদ্যালয়। বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সাহচর্যকে অনেক সময় শিক্ষার্থীরা পিতা-মাতার বিকল্প হিসাবে মনে করে। সুতরাং বিদ্যালয় পরিচালনায় এবং শিক্ষক-শিক্ষিকার আচরণে যাতে আন্তর্জাতিকতাবোধের প্রকাশ পায় সে ব্যাপারে যথেষ্ট উদ্যোগ নিতে হবে। এই ব্যাপারে যেসব ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে তা হল নিম্নরূপ।

(1) পাঠ্যক্রমের পুনর্বিন্যাস ঃ পাঠ্যক্রমে এমন কিছু বিষয় থাকবে যা থেকে শিক্ষার্থী পৃথিবীর অন্যান্য রাষ্ট্র বা প্রতিবেশী রাষ্ট্র সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা লাভ করতে পারে। তা ছাড়া পাঠ্যক্রমে নিজের দেশ ও অন্যান্য দেশের তুলনামূলক আলোচনার দ্বারা আন্তর্জাতিকতাবোধ যথার্থভাবে সঞ্চালনের উদ্যোগ নিতে হবে।

Scanned by CamScanner

(2) সহ পাঠ্যক্রমিক কার্যাবলী পরিচালনা ঃ বিদ্যালয়ে বিভিন্ন প্রকার সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলী পরিচালনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে আন্তর্জাতিকতা সৃষ্টি করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষেরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। যেমন—

(i) বিভিন্ন গণমাধ্যম যথা সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশন ইত্যাদি থেকে সারা বিশ্বের খবর সংগ্রহ করে রাখা।

(ii) রেডিও, টেলিভিশনে আন্তর্জাতিকতাবাদের উপযোগী অনুষ্ঠানগুলি দেখা ও শোনা;

(iii) জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে সকল মণিষীর জন্মদিন পালন।

(iv) বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা নিয়ে বিতর্কসভার আয়োজন।

(v) আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণে শিক্ষার্থীদের উৎসাহ দান।

(vi) বিদেশ থেকে আগত জ্ঞানী গুণী ব্যাক্তিদের সংবর্ধনা ও তাদের কাছ থেকে বিদেশের বিবরণ শোনা।

(3) বিদ্যালয়ে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক দিবস পালন ঃ বিদ্যালয়ে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক দিবস, যেমন— বিশ্ব পরিবেশ দিবস (৫ই জুন), বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস (৭ই এপ্রিল), বিশ্ব মানবাধিকার দিবস (১০ই ডিসেম্বর) বিশ্ব AIDS দিবস (১লা ডিসে:), বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস (১১ই জুলাই), বিশ্ব তামাক বিরোধী দিবস (৩১শে মে), আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস (৮ই সেপ্টেম্বর), আন্তর্জাতিক মহিলা দিবস (৮ই মার্চ) ইত্যাদি পালনের ব্যবস্থা করতে হবে যাতে শিক্ষার্থীরা সেগুলি থেকে আন্তর্জাতিকতাবাদ সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারে।

(4) শিক্ষকের ভূমিকা ঃ বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে আন্তর্জাতিকতাবোধের বিকাশ সাধনে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ভূমিকা প্রাসঙ্গিক। তিনি তাঁর বয়ঃজ্যেষ্ঠদের প্রত্যেকের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবেন এবং প্রত্যেক শিক্ষার্থীর মধ্যে আন্তর্জাতিকতা বোধ জাগ্রত করতে উদ্যোগী হবেন। এছাড়া তিনি শিক্ষার্থীদের নিয়ে গান, নাটক, বিতর্ক, আলোচনা সভা প্রভৃতি অনুষ্ঠান সংগঠন করাবেন। এগুলির মাধ্যমেও শিক্ষার্থীদের মধ্যে আন্তর্জাতিকতাবোধ জাগ্রত হবে। তাই একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ বলেছেন, "A world minded teacher is an integrated individual, skilled in the art of science of human relations and conscious of the variety of behaviour patterns in the world to which we may hear to adjust".

(5) শিক্ষাদান পদ্ধতি ঃ বিভিন্ন প্রকার আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত ও মনোবিজ্ঞান সম্মত শিক্ষাদান পদ্ধতি যদি যথার্থ ভাবে শিক্ষার্থীরা অনুশীলন ও অনুসরন করতে পারে তাহলে তাদের মধ্যে আন্তর্জাতিকতাবোধ সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা জন্মাবে। ল্যাবরেটরী পদ্ধতি, প্রকল্প পদ্ধতি, সমস্যা সমাধানমূলক পদ্ধতি— এইগুলি বেশীর ভাগই যেহেতু

Scanned by CamScanner

বাইরের দেশে শিক্ষাক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা রয়েছে সেই হেতু এই সব পদ্ধতি প্রয়োগের দ্বারা আমাদের দেশের শিক্ষার্থী সহজেই আন্তর্জাতিকতা বোধ সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করতে পারবে বলে আশা করা যায়।

মন্তব্য ঃ শিক্ষা সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ সমন্বয়ী শক্তি। শিক্ষাই একমাত্র পারে সমাজব্যবস্থাকে সুস্থভাবে গড়ে তুলতে। ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন, "If the world happens to be in a precarious situation today and if the people are afraid of one another, it is not because of lack of material accumulations of great intellectual process. It is because they are lacking in that poise, in that balance and judgement ... which makes us distinguish right from wrong, it is that capacity constitute education". মানব সভ্যতা হল ক্রম বিবর্তনমান। এই বিবর্তনের ধারা লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে সমন্বয়ের প্রক্রিয়া থেমে নেই। এই সামাজিক ক্রমবিবর্তনের সঙ্গে শিক্ষা যদি সমান তালে চলতে না পারে তাহলে তা সমাজের পক্ষে অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়বে। জাতীয়তাবোধকে জাগ্রত করার জন্য যে শিক্ষার প্রয়োজন, সেই শিক্ষাকেই পুনর্বিন্যাস করে আন্তর্জাতিকতা বোধের ক্ষেত্রে কাজে লাগাতে হবে। এটিই হল আন্তর্জাতিকতার জন্য শিক্ষার মূল তাৎপর্য। শিক্ষাই মানুষের মধ্যে এই প্রেরণা যথার্থভাবে আনতে পারে।

Scanned by CamScanner